সংবাদ

তারিখ: 02 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ চূড়ান্ত

● লক্ষ্য শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ ● না মানার হুমকি মালিকদের

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের মধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অফ বাংলাদেশ (এসিপিইউবি)' বিধিমালা। দুটি অংশের ওপর ভিত্তি করে এই বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। যেকোন দিন এটি প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিধিমালার অংশ দুটি হলো- আইনি ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব। অর্থাৎ বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কী না সেসব বিষয় মূল্যায়ন করেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান নির্ধারণ করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর সংবাদকে বলেছেন, 'আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং (মতামত) নিয়ে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। যেকোন দিন এর আদেশ জারি হবে।'

চূড়ান্ত এই বিধিমালার অধীনে কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক গুণগত মান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নির্ধারণ হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন মানছে না, করছে শিক্ষা ও সনদ বাণিজ্য। পর্যাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী না থাকা সত্ত্বেও ঢালাওভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। চলছে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা এই বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই বলে আসছেন, এই বিধিমালার মাধ্যমে অবশ্যই সরকারি

প্রাইভেট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

প্রাইভেট : ইউনিভার্সিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও বেসরকারি উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা বা সূচক নির্ধারণ হবে। অন্যথায় এসিপিইউবি মানা হবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (এপিইউবি) সহ-সভাপতি ও ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেছেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক মান ও অবস্থান সূচক মূল্যায়ন করে থাকে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই কাউন্সিল করতে চাচ্ছে। কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা একপেশে কোন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল মানবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের না জানিয়ে এই বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়ে থাকলে তা মানার তো প্রশ্নই আসে না।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, নিয়াপুর, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' বিধিমালা যাচাই-বাছাই ও পর্যবেক্ষণ করেই এসিপিইউবি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর বাস্তবায়ন শুরু হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার, দুর্নীতি, সনদ বাণিজ্য ও ভর্তি বাণিজ্যের লাগাম টানা সম্ভব হবে। বাড়বে শিক্ষার গুণগত মান। দূর হবে অরাজকতা। ফিরে আসবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।

জানা গেছে, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' এবং শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এটি চূড়ান্ত করতে সর্বশেষ ২০১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া চূড়ান্ত করতে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির প্রণীত এসিপিইউবির খসড়াই চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর আগে ২০১১ সালের ২৩ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়।

এ বিষয়ে আবুল কাসেম হায়দার বলেন, 'এসিপিইউবির খসড়া প্রণয়নে আমাদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে মতামত দেব।' তিনি বলেন 'দায়সারাভাবে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়ে থাকলে এর পরিণতিও হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর মতো অকার্যকর। কেউ তা মানবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল মূলত চারটি কাজ করবে। প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'এসিপিইউবি' এর সদস্য করা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়মিত ব্যবধানে তাদের নিজস্ব একাডেমিক কর্মসূচি সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রদানে উৎসাহ দেয়া। এসিপিইউবি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিরীক্ষক দল নিয়োগ দেবে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কর্মসূচির মূল্যায়ন করবে। নিরীক্ষক দলের দেয় প্রতিবেদন প্রচার করা হবে; যাতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নিয়োগ কর্তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সম্পর্কে জানতে পারেন।

এছাড়াও এই কাউন্সিলের কাঠামোতে থাকবে একটি সাধারণ পরিষদ, যেখানে একজন চেয়ারপারসন ও ৩২ জন সদস্য থাকবেন। নির্বাহী পরিষদে থাকবেন চেয়ারপারসন ও আটজন সদস্য। নির্বাহী কমিটির অনুমোদিত একটি পরিদর্শক দল থাকবে, যারা পর্যালোচনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে 'এসিপিইউবি' প্রেরিত প্রশ্নমালা মূল্যায়ন করবে। এই টিম গঠন হবে চেয়ারপারসন ও পাঁচজন সদস্য নিয়ে। অ্যাক্রিডিটেশন ও রিকগনাইজড কমিটি আরেকটি পরিদর্শক টিম গঠন করবে, যাদের কাজ হবে প্রতিটি ডিগ্রি প্রোগ্রাম বা অনুষদের কার্যক্রম মূল্যায়ন। এই দলে থাকবেন চেয়ারপারসন ও তিনজন সদস্য। এই আইন অনুমোদন হওয়ার পর নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ ও ফি প্রদান করে যেকোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হতে পারবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার করতে পারবে এ কাউন্সিল।